3 व्याकरणशास्त्रम् (Grammar)

व्याकरणम् तु वेदपुरुषस्य मुखरूपेण कल्पितमस्ति । 'व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्' इति व्युत्पत्यनुसारेण संस्कृतवाङ्मये प्रयुक्तानां शब्दानां शुद्ध्यशुद्ध्योः विचारः व्याकरणेनैव क्रियते। ऋग्वेदकालतः एव व्याकरणशास्त्रस्य निर्देशः समुपलभ्यते, किन्तु व्याकरणस्य उत्पत्तिकथा तु तैत्तिरीयसंहितायां वर्णिता अस्ति। महर्षेः यास्कस्य निरुक्तग्रन्थे तु व्याकरणस्य अनेकेषां पारिभाषिकशब्दानां प्रयोगः समुपलभ्यते। व्याकरणस्य लब्धप्रतिष्ठाचार्यः पाणिनिः स्वकीये अष्टाध्यायीनामके ग्रन्थे स्वपूर्ववर्तीनां अनेकेषां वैयाकरणानां नाम-निर्देशं चकार। पाणिनि· शब्दानुशासन-ग्रन्थद्वारा संस्कृतभाषां व्यवस्थापयामास। इत्थं शब्दानुशासनम् अष्टाध्यायी वा व्याकरणवेदांगस्य प्रतिनिधि-ग्रन्थः अस्ति। अस्य पाणिनिव्याकरणस्य सम्प्रदायद्वयम् उपलभ्यते, प्राचीनव्याकरणम् नव्यव्याकरणञ्च। पूर्वाचार्याणामयं ज्ञाननिक्षेपः सम्प्रति भारतीयानां किमुत बुद्धिजीविनां मानवमात्राणाममूल्यो निधिः। एतेनैव भारतीयाः गौरवधुरं सगर्वमुद्वहन्ति। आधुनिकाः विद्धांसः प्रधानरूपेण व्याकरण-शास्त्रप्रवर्तकान् अष्टावेव मन्यन्ते—

इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः ।
पाणिन्यमरजैनेन्द्राः जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः ॥

परिभाषा / संज्ञा

स्वरूपनिर्वचनं लक्षणकथनं वा परिभाषा इत्युच्यते । प्रसंगप्राप्तप्रमुखपरिभाषाणां संज्ञानां च संक्षिप्तं विवरणमत्र प्रस्तूयते—

1. **संहिता**—"परः सन्निकर्षः संहिता ।" वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञा स्यात्।

2. **गुणः**—"अदेङ् गुणः ।' अत् एङ् च गुणसंज्ञः स्यात् । अ, ए, ओ इत्येते गुण-संज्ञकाः भवन्ति ।

3. **वृद्धिः**—"वृद्धिरादैच् ।" आदैच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात् ।

4. **प्रातिपदिकम्**—"अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ।" धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् ।

5. **नदी**—"यू स्त्र्याख्यौ नदी ।" ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्तः ।

6. **घि**—"शेषो घ्यसखि ।" शेष इति स्पष्टार्थम् अनदी संज्ञौ ह्रस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिवर्जं घि संज्ञम् ।

7. **उपधा**—"अलोन्त्यात्पूर्व उपधा ।" अन्त्यादलः पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः ।

8. **अपृक्तं**—"अपृक्तम् एकाल् प्रत्ययः ।" एकाल् प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात् ।"

9. **गतिः**—"गतिश्च ।" प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः ।

10. **पदम्**—"सुप्तिङन्तं पदम् ।" सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् ।"

11. **विभाषा**—"न वेति विभाषा ।"

12. **सवर्णं**—"तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् ।" "ताल्वादिस्थानमाभ्यान्तरप्रयत्नश्चेत्येतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् ।"

13. **टि**—"अचोऽन्त्यादि टि ।" अचां मध्ये योऽन्त्यः, स आदिर्यस्य तद् टिसंज्ञं स्यात् ।"

14. **प्रगृह्यम्**—"ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यम् ।" ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात् । हरी एतौ । विष्णू इमौ । गङ्गे अमू ।

15. **सर्वनामस्थानम्**—"शि सर्वनामस्थानम् ।" शि इत्येतद् उक्तसंज्ञं स्यात् ।

16. **निष्ठा**—"क्तक्तवतू निष्ठा ।" एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः ।

कारकम्

कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च ।
अपादानाधिकरणमित्येवं कारकाणि षट् ॥

अर्थात्, कर्ता, कर्म, करणं सम्प्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् च षट् कारकाणि भवन्ति । एतेषां संक्षिप्तविवरणम् अत्र प्रस्तूयते—

कर्ता—"स्वतन्त्रः कर्त्ता ।" क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्त्ता स्यात् । उदाहरणतया, रामेण पठ्यते । अत्र रामेण इति कर्त्ता पदम् अस्ति ।

ব্যাকরণগত পরিভাষা

(১) **গুণ ঃ** অ, এ, ও—এই স্বরবর্ণগুলিকে গুণ বলা হয়। ঋ, ৠ স্থানে অর্, ঌ স্থানে অল্, ই ঈ স্থানে এ এবং উ ঊ স্থানে ও হওয়ার নাম গুণ।

অদেঙ্ গুণঃ (১।১।২)—এই সূত্রবলে কৃষ্ণ + ঋদ্ধিঃ = কৃষ্ণর্দ্ধিঃ, তব + ঌকারঃ = তবল্কারঃ, উপ + ইন্দ্রঃ = উপেন্দ্রঃ, তব + উপদেশঃ = তবোপদেশঃ প্রভৃতি সাধ্য।

(২) **বৃদ্ধি ঃ** আ ঐ ঔ —এদের বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়। বৃদ্ধি হলে অ স্থানে আ, ই ঈ এ স্থানে ঐ, এবং উ ঊ ও স্থানে ঔ হয়। কৃষ্ণ + একত্বম্ = কৃষ্ণৈকত্বম্। গঙ্গা + ওঘঃ = গঙ্গৌঘঃ। শীত + ঋতঃ = শীতার্তঃ। **বৃদ্ধিরাদৈচ্** (১।১।১)।

উল্লেখ্য ঃ "বৃদ্ধিরাদৈচ্" 'অষ্টাধ্যায়ী'র প্রথম সূত্র। 'বৃদ্ধি' শব্দ মঙ্গলার্থক। সর্বাগ্রে মঙ্গলোচ্চারণ ভারতীয় সংস্কৃতি। এই কারণে, আগে উদ্দেশ্য পরে বিধেয়—এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেও 'বৃদ্ধি' শব্দ প্রথমে প্রযুক্ত। অন্যথা 'আদৈচঃ বৃদ্ধিঃ' হ'ত। তুলনীয়—"অদেঙ্ গুণঃ।"

(৩) **সম্প্রসারণ ঃ** য্ ব্ র্ ল্ স্থানে ই উ ঋ ঌ হলে সম্প্রসারণ বলে। **ইগ্‌যণঃ সম্প্রসারণম্** (১।১।৪৫)।

(৪) **ধাতু ঃ** ক্রিয়াবাচী ভূ প্রভৃতির ধাতুসংজ্ঞা হয়। **ভূবাদয়ো ধাতবঃ** (১।৩।১)।

উল্লেখ্য ঃ ভূশ্চ বাশ্চ ভূবৌ। আদিশ্চ আদিশ্চ আদী। ভূবৌ আদী যেষাং তে = ভূবাদয়ঃ। প্রথম 'আদি' = প্রভৃতি; দ্বিতীয় 'আদি' = সদৃশ। ভূ-প্রভৃতি বা-সদৃশ যেগুলি—সেগুলি ধাতু। ভূ প্রভৃতি = ধাতুরূপের তালিকা। বা-সদৃশ = ক্রিয়াবাচিত্ব বোঝান হয়েছে। বা = গতি, সূচন। বিকল্পার্থক 'বা' ক্রিয়াবাচী নয়—তাই ধাতু নয়। 'হিরুক্' ক্রিয়াবাচী (বর্জন) হলেও ভূ-প্রভৃতিতে নেই—তাই ধাতু নয়।

(৫) **প্রকৃতি ঃ** মূল শব্দের নাম প্রকৃতি। এগুলি দু-প্রকার—ধাতু ও প্রাতিপদিক।

(৬) **প্রত্যয় ঃ** প্রকৃতির উত্তর (পরে) বিশেষ বিধানের দ্বারা যাকে যোগ করা হয়, তার নাম প্রত্যয়। **প্রত্যয়ঃ** (৩।১।১) এবং **পরশ্চ** (৩।১।২) দুটি সূত্র আছে।

উল্লেখ্য ঃ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যয় প্রকৃতির পূর্বেও বসে। তবে তা ব্যতিক্রম। যেমন—বহুপটুঃ। সূত্র ঃ **বিভাষা সুপো বহুচ্ পুরস্তাত্তু** (৬।৩।৬৮)। 'ঈষদূনঃ' অর্থে বহুচ্ প্রত্যয়।

(৭) **কৃৎ** ঃ ধাতুর উত্তর তিপ্ তস্ ঝি প্রভৃতি ব্যতীত যে সকল প্রত্যয় হয়, সেগুলিকে কৃৎ-প্রত্যয় বলে। তব্য, অনীয় ইত্যাদি।

(৮) **তদ্ধিত** ঃ ক্রিয়াবাচক ভিন্ন মূল শব্দের বা প্রাতিপদিকের উত্তর বিভক্তি ব্যতীত যে সব প্রত্যয় হয় সেগুলিকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। অপত্য-প্রভৃতি বহু অর্থে অসংখ্য প্রত্যয় আছে।

উল্লেখ্য ঃ স্ত্রীপ্রত্যয়গুলি তদ্ধিতের মত মনে হলেও এগুলি সাধারণ তদ্ধিত প্রত্যয় থেকে ভিন্ন। পাণিনি তাঁর সূত্রের ৪।১।৭৫ সংখ্যা পর্যন্ত কতগুলি প্রত্যয়কে স্ত্রী-প্রত্যয়রূপে চিহ্নিত করে ৪।১।৭৬ সূত্র থেকে তদ্ধিতের বিধান করেছেন। কিন্তু ৪।১।৭৭ সংখ্যক 'যুনস্তিঃ' (৪।১।৭৭) সূত্রে যুবন্ শব্দের উত্তর 'তি' প্রত্যয়কে তদ্ধিত বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং স্ত্রীপ্রত্যয়ের মধ্যে কেবল 'তি' প্রত্যয়টি প্রকৃতপক্ষে তদ্ধিত।

(৯) **নিপাত** ঃ চ, বা, হ, বৈ প্রভৃতি কতগুলি শব্দকে নিপাত বলা হয়। **চাদয়োঽসত্ত্বে** (১।৪।৫৭)। অদ্রব্যবাচী চ-প্রভৃতি গণপাঠে উল্লিখিত শব্দগুলি নিপাত। চাদিগণে 'পশু' শব্দ আছে। পশু = সম্যক্। পুষ্টং পশু মন্যতে। এখানে 'পশু' নিপাত। কিন্তু 'ছাগঃ পশুঃ' এখানে 'পশু' দ্রব্যবাচী। সুতরাং নিপাত নয়।

উল্লেখ্য ঃ পাণিনির সূত্র 'প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ' (১।৪।৫৬)। এর অর্থ হল পরের সূত্র "চাদয়োঽসত্ত্বে" (১।৪।৫৭) থেকে "অধিরীশ্বরে" (১।৪।৯৭) পর্যন্ত যেগুলির পাঠ করা হয়েছে—সেগুলি নিপাত। অর্থাৎ 'চ' থেকে শুরু করে 'অধি' শব্দ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কতগুলি শব্দ নিপাত। এর মধ্যে উপসর্গগুলিরও পাঠ আছে। সুতরাং তারাও নিপাত।

উল্লেখ্য ঃ পাণিনি সূত্র করেছেন "প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ।" অর্থাৎ 'রীশ্বর' শব্দের পূর্ব পর্যন্ত 'চ' প্রভৃতি নিপাত। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি হল—ঈশ্বর। অধিঃ + ঈশ্বরে = অধিরীশ্বরে। পাণিনি 'প্রাগীশ্বরাৎ' না বলে 'প্রাগ্রীশ্বরাৎ' বলায় বুঝিয়ে দেওয়া হল যে "ঈশ্বরে তোকুন্‌কোসুনৌ" (৩।৪।১৩) সূত্রে পঠিত 'ঈশ্বর' শব্দের পূর্ব পর্যন্ত নিপাতের অধিকার গৃহীত হবে না। আলোচ্য সূত্রে পাণিনি 'প্রকৃতিবদনুকরণ' করেছেন। তাই 'রীশ্বর' পদ না হয়েও প্রযুক্ত হওয়া দোষের নয়।

(১০) **উপসর্গ** ঃ প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, দুস্, দুর্ বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ—এগুলি উপসর্গ। তবে এগুলি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেই উপসর্গ হয়। **উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে** (১।৪।৫৯)। তে প্রাগ্ **ধাতোঃ** (১। ৪।৮০)। উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে অন্য শব্দ ব্যবহার করা চলে না। উপসর্গের প্রয়োগে ধাতুর অর্থভেদ হয়, ণত্ব-ষত্ব নির্ধারিত হয়।

উপসর্গ সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলা হচ্ছে— উপসর্গের দ্বারা ধাতুর

মহিঙ্—এই ৯ টি আত্মনেপদের—মোট ৯ + ৯ = ১৮ বিভক্তি 'তিঙ্' শব্দের দ্বারা বোধ্য। 'তিপ্' থেকে 'তি' 'মহিঙ্' থেকে 'ঙ্' নিয়ে 'তিঙ্' শব্দ।

(১৪) **পদ**— "**সুপ্তিঙন্তং পদম্।**" সুবন্ত বা তিঙন্ত হলে পদ হয়।

উল্লেখ্য ঃ অব্যয়ের বিভক্তি না থাকলেও সেগুলিও পদ। অব্যয়ের বিভক্তির লোপ হয়।

উল্লেখ্য ঃ আরেক রকমের 'পদ' সংজ্ঞা আছে। "**স্বাদিষ্বসর্বনামস্থানে**" (১।৪।১৭) সূত্রে বলা হয়েছে—সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্—এই পাঁচটি বিভক্তি ভিন্ন ও কতকগুলি প্রত্যয় পরে থাকলে পূর্বের শব্দটির 'পদ' সংজ্ঞা হয়।

(১৫) **সর্বনামস্থান**— সু, ঔ, জস্, অম্ ঔট্ — এই পাঁচটি সর্বনামস্থান।

(১৬) **ভ — যচি ভম্** (১।৪।১৮) য্ + অচ্ = যচ্। অচ্ = স্বরবর্ণ। পাণিনি-ব্যাকরণের পঞ্চমাধ্যায়ের শেষে পঠিত 'কপ্' প্রত্যয় পর্যন্ত যেসব প্রত্যয়ের আদিতে য্-কার কিংবা স্বরবর্ণ আছে, সেগুলি পরে থাকলে পূর্বভাগের 'ভ' সংজ্ঞা হয়। অবশ্য 'সর্বনামস্থান' অর্থাৎ সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্—এই কটি প্রত্যয় গ্রহণ করা চলবে না।

উল্লেখ্য ঃ শব্দরূপের দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনে শস্ প্রত্যয় থেকে সপ্তমীর বহুবচনে সুপ্ পর্যন্ত (১৬ টি) 'ভ' সংজ্ঞক প্রত্যয়। এইসব প্রত্যয়ের শ্, ট্, ঙ্—এসব ইৎ হয় অর্থাৎ লোপ পায়। ফলতঃ এগুলি স্বরাদি ধরে 'ভ' সংজ্ঞা মানা হয়।

(১৭) **প্রাতিপদিক ঃ** ধাতু, প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ান্ত শব্দ অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দ ব্যতিরিক্ত অর্থযুক্ত শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। **অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্** (১।২।৪৫)।

কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত এবং সমাসনিষ্পন্ন শব্দগুলিও প্রাতিপদিক। **কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ** (১।২।৪৬)।

অনর্থক নিপাতগুলিরও প্রাতিপদিক সংজ্ঞা হয়। **নিপাতস্যানর্থকস্য প্রাতিপদিকসংজ্ঞা বক্তব্যা।** (বার্তিক)।

'প্রাতিপদিক' একটি মহাসংজ্ঞা, অন্বর্থসংজ্ঞা। পদং পদং প্রতিপদম্। প্রতিপদং গৃহ্নাতি যৎ তৎ প্রাতিপদিকম্। প্রতিপদ + ঠক্ ("পদোত্তরপদং গৃহ্নাতি—" ৪।৪।৩৯) —এই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করলে বুঝতে হবে—প্রত্যেকটি পদ সিদ্ধির জন্য বিভক্তি প্রয়োগের পূর্বের মূল শব্দটি প্রাতিপদিক। আবার "প্রয়োজনম্" (৫।১।১০৯) সূত্র অনুসারে প্রতিপদ + ঠঞ্ = প্রাতিপদিকম্—এই ব্যুৎপত্তি মানলে অর্থ হবে পদসিদ্ধির ফললাভের জন্য যে মূল শব্দের প্রয়োজন তার নাম প্রাতিপদিক।

(১৮) **অব্যয় ঃ স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্** (১।১।৩৭)— স্বর্, অন্তর্, প্রাতর্, প্রভৃতি কতগুলি নির্দিষ্ট শব্দ এবং নিপাতগুলিকে অব্যয় বলে। (অব্যয় প্রকরণে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।